দৈনিক ইনকিলাব

23 NOV
তারিখ ... 5
পৃষ্ঠা ... 3

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা

মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

বাংলাদেশ শতকরা নব্বইজন মুসলমানের দেশ। সেহেতু এখানে ইসলামী শিক্ষার খুব প্রয়োজন। একসময় এ অঞ্চলে মুসলমানদের অস্তিত্বের সাথে সাথে তা প্রচলিতও ছিল। যদিওবা কখনো সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আবার কখনো বা ব্যক্তি প্রচেষ্টায় এ শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল। বৃটিশ গোলামীর যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে ইসলামী শিক্ষা তথা তাহজীব ও তমুদ্দুন যখন প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছে তখনো কলিকাতা আলিয়াসহ গুটিকয়েক আধা-সরকারী ও সরকারী মাদ্রাসা ছিল। এ সময় ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ধর্মীয় শিক্ষার এ দৈনদশা দেখে সম্পূর্ণ বেসরকারী তথা ব্যক্তি প্রচেষ্টায় গড়ে তোলেন বহু দরছে নেজামী দেশীয় পরিভাষায় খারেজী মাদ্রাসা। সেই যুগ পার হয়ে আসে পাকিস্তানী আমল।

১৯৪৭ সনের পর হতে মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটে। প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের বহু স্থানে বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসা। তারপর হল বাংলাদেশ। এ সময় প্রথমদিকে যদিও বা কিছুদিনের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসারের গতিকে স্তব্ধ করে দেয়া হয় তবুও পরবর্তীতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। তবুও এখানে মাদ্রাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হতে পারেনি। মূলতঃ যেখানে জনসংখ্যার শতকরা নব্বইজন মুসলমান সেখানে মাদ্রাসা শিক্ষার জাতীয় শিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইসলামী ধ্যান-ধারণার বিকাশের জন্যেও এটা অত্যাবশ্যক।

মাদ্রাসা শিক্ষার একদিকে ছিল না প্রাথমিক স্তর অপরদিকে ছিল না উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাইমারী স্কুল থেকে পাস করে ভর্তি হতে হত মাদ্রাসায়— মাদ্রাসা পাস করার পর মাষ্টার ডিগ্রীর জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার আওতাবহির্ভূত।

সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হতো। অর্থাৎ মাদ্রাসার পাঠক্রম অনুসারে উচ্চতর ডিগ্রীলাভের কোন ভার্সিটি ছিল না। সম্প্রতি ইসলামী বিশ্ববিদযালয় নামে একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। অপরদিকে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে এখনও পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। মহান শিক্ষাবিদ আলহাজ্জ মাওলানা এম, এ, মান্নান সাহেবের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা প্রাথমিক শিক্ষাস্তর তথা এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সারা দেশে রেজিষ্ট্রেশনকৃত ১৩ হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসাসহ প্রায় ২০ হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা তথা মাদ্রাসার শিক্ষার ইতিহাসে এবতেদায়ী মাদ্রাসার স্বপ্নদ্রষ্টা আলহাজ্জ মাওলানা এম, এ, মান্নান ও বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের নাম থাকবে স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে। দেশের অগণিত মুসলমান এ ইতিহাস স্মরণ করবে পরম শ্রদ্ধাভরে। এখন বলা চলে যে; মাদ্রাসা শিক্ষা একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ লাভ করেছে। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাসে এ এক বিরাট সাফল্য। তবে শুধু সফলতা অর্জন করলেই হয় না বরং সফলতাকে স্থায়িত্বের রূপদান করার ভিতরই রয়েছে আসল সফলতা। বর্তমানে এবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর উপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার উজ্জ্বল ভবিষ্যত। কিন্তু এ এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে ক'দিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে এ আশংকায় ভুগছেন অগণিত ধর্মপ্রাণ মুসলমান। কারণ, এতগুলো প্াথমিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পরেও কর্তৃপক্ষের এদিকে যথেষ্ট কৃপাদৃষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেখানে প্রায় অর্ধলাখ প্রাইমারী স্কুলকে সম্পূর্ণ জাতীয়করণ করা হয়েছে, সেখানে পনেরো-বিশ হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে সরকারীকরণের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে বলে মনে হয় না। বছরে এক-আধবার স্বল্প পরিমাণ অনুদানের দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

যারা মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন তাঁদেরই বা কি অবস্হা? তাঁরা কি জাতিকে শিক্ষিত করার জন্য শ্রম দিচ্ছেন না? যদি তাঁরা জাতিকে অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রম বিনিয়োগে নিয়োজিত থাকেন তবে এঁরা অর্থাৎ এ পনেরো-বিশ হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকরাও জাতির শিক্ষক। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা যে মর্যাদা ও সুবিধা পাচ্ছেন, তাঁদেরও তা পাওয়া উচিত। এখন বলতে গেলে এ পনেরো-বিশ হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসা বেসরকারী পর্যায় তথা মহান ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দীর্ঘদিন একটি প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব নয়। সেহেতু সরকারের এদিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি কর্তৃপক্ষের উদার দৃষ্টি দেয়া উচিত। সেই সাথে এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে প্রাইমারী শিক্ষার পর্যায়ে মর্যাদা প্রদান করে জাতীয়করণ করাও প্রয়োজন।

১৯৪৭ সালের পর হতে মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটে।......বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।.....কিন্তু ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোর অবস্থা এখনো ভাল নয়।......এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে কর্তৃপক্ষের নজর দেয়া উচিত। প্রায় অর্ধ লাখ প্রাইমারী স্কুল সরকারীকরণ করা হয়েছে, অথচ পনেরো-কুড়ি হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে এ মর্যাদায় আনার চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে বলে মনে হয় না।